# বায়ান্ন

## শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ২০১৯

## স্মরণিকা

**ঢাকা কমার্স কলেজ**
**DHAKA COMMERCE COLLEGE**
(স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত)
ঢাকা কমার্স কলেজ রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৯০০৪৯৪২, ৯০০৭৯৪৫, ৯০২৩৩৩৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯০৩৭৭২২
www.dcc.edu.bd dhaka commerce college

বায়ান্ন

**প্রধান পৃষ্ঠপোষক**

অধ্যাপক ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি

**পৃষ্ঠপোষক**

এ এফ এম সরওয়ার কামাল
সদস্য, গভর্নিং বডি

অধ্যাপক মো. আবু সালেহ
সদস্য, গভর্নিং বডি

অধ্যাপক কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
সদস্য, গভর্নিং বডি

**উপদেষ্টা পরিষদ**

অধ্যাপক মো. শামছুল হুদা এফসিএ
সদস্য, গভর্নিং বডি

আহমেদ হোসেন
সদস্য, গভর্নিং বডি

অধ্যাপক মো. এনায়েত হোসেন মিয়া
সদস্য, গভর্নিং বডি

অধ্যাপক ডা. এম এ রশীদ
সদস্য, গভর্নিং বডি

অধ্যাপক মিঞা লুৎফার রহমান
সদস্য, গভর্নিং বডি

শামীমা সুলতানা
সদস্য, গভর্নিং বডি

এ কে এম মোরশেদ
সদস্য, গভর্নিং বডি

অধ্যাপক মো. জুলফিকার রহমান
সদস্য, গভর্নিং বডি

অধ্যাপক মো. শফিকুল ইসলাম
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)

অধ্যাপক মো. মোজাহার জামিল
উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

**সম্পাদনা পরিষদের আহ্বায়ক**

এস এম আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও
আহ্বায়ক, সাংস্কৃতিক কমিটি

**সম্পাদক**

মো. মঈনউদ্দিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

**সম্পাদনা পরিষদের সদস্য**

মীর মো. জহিরুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

**সম্পাদনা সহকারী**

প্রসেনজিত বিশ্বাস, বিবিএ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ, রোল: এম ১১৫২
দীপা আক্তার পায়েল, বিবিএ (সম্মান) প্রফেসনাল ৩য় বর্ষ, রোল: বিবিএ ৪৬৩
মো. তরিকুল ইসলাম, বিবিএ (সম্মান) প্রফেসনাল ২য় বর্ষ, রোল: বিবিএ ৬৭২
রাওজাতুল জান্নাত সিডনী, একাদশ শ্রেণি, রোল: ৪০৩৬৪

**প্রকাশনায় :** ঢাকা কমার্স কলেজ

**মুদ্রণ :** সেঞ্চুরী প্রিন্টিং প্রেস অ্যাণ্ড গ্রাফিক্স
মিরপুর-১, ঢাকা।

## একুশের গান

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু ঝরা এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।।

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবী
দিন বদলের ক্রান্তিলগ্নে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।

সেদিনও এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে;
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকনন্দা যেন,
এমন সময় ঝড় এলো এক ঝড় এলো খ্যাপা বুনো।।

সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা,
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোঁড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবীকে রোখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই সারা বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।।

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহীদ ভায়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাটে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।।

রচয়িতা : আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৫২)
সুরকার : আলতাফ মাহমুদ (১৯৫৪)

# আমরা তোমাদের ভুলবো না

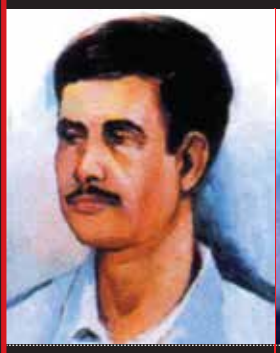
ভাষা শহীদ আবদুস সালাম
১৯২৫-১৯৫২

ভাষা শহীদ আবুল বরকত
১৯২৭-১৯৫২

ভাষা শহীদ রফিক উদ্দীন আহমদ
১৯২৬-১৯৫২

ভাষা শহীদ আবদুল জব্বার
১৯১৯-১৯৫২

ভাষা শহীদ শফিউর রহমান
১৯১৮-১৯৫২

## ৫২'র ভাষা আন্দোলনে বীর শহীদদের জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা

## মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ এর কর্মসূচি

**প্রভাত ফেরি, শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, একুশে সম্মাননা প্রদান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, একুশের বইমেলা, ভাষাচিত্র প্রদর্শনী, স্মরণিকা প্রকাশ, দেয়ালিকা প্রকাশ ও ভাষা দিবস প্রতিযোগিতা**

**প্রধান অতিথি**
**বিচারপতি কাজী এবাদুল হক**
ভাষাসৈনিক, একুশে পদকপ্রাপ্ত ও
সাবেক চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
আদালতে প্রথম বাংলায় রায় প্রদানকারী

**বিশেষ অতিথি**
**অধ্যাপক ড. শরিফা খাতুন**
ভাষাসৈনিক, একুশে পদকপ্রাপ্ত এবং
সাবেক পরিচালক
শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**এ এফ এম সরওয়ার কামাল**
উদ্যোক্তা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা
গভর্নিং বডির সদস্য
ঢাকা কমার্স কলেজ এবং
সাবেক সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**সভাপতি**
**অধ্যাপক মো. শফিকুল ইসলাম**
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
ঢাকা কমার্স কলেজ

**মুখ্য আলোচক**
**অধ্যাপক মো. মোজাহার জামিল**
উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)
ঢাকা কমার্স কলেজ

**স্বাগত বক্তা**
**এস এম আলী আজম**
সহযোগী অধ্যাপক ও
আহবায়ক, সাংস্কৃতিক কমিটি
ঢাকা কমার্স কলেজ

**তারিখ :** ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯
**সময় :** সকাল ৭:৩০-১১:০০ টা

# ভাষা শহীদ পরিচিতি

## আবুল বরকত

শহীদ হয়েছেন ২১-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ

পরিচয় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এমএ ক্লাসের ছাত্র।
পিতার নাম : মৌলভী শামসুজ্জোহা ওরফে ভুলু মিয়া (১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু)
মাতার নাম : হাজী হাসিনা বিবি (১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু)
তিন বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে আবুল বরকত ছিলেন পিতামাতার চতুর্থ সন্তান।
জন্ম : ১৬ জুন ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ
জন্মস্থান : গ্রাম-বাবলা ভরতপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, রাষ্ট্র : ভারত।
ঢাকার ঠিকানা : বিষ্ণু প্রিয়া ভবন, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

## আবদুল জব্বার

শহীদ হয়েছেন ২১-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ

পরিচয় : সাধারণ গ্রামীণ কর্মজীবী মানুষ ছিলেন
পিতার নাম : মরহুম হাছেন আলী (১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু)
মাতার নাম : সফাতুন্নেসা (১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু)
পাঁচ ভাই ও দুই বোনের মধ্যে আবদুল জব্বার ছিলেন দ্বিতীয়।
আবদুল জব্বারের স্ত্রীর নাম আমেনা খাতুন ও তার একমাত্র ছেলের নাম নূরল ইসলাম বাদল
(১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৫ মাস)
জন্ম : ১৩ আগস্ট ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ
জন্মস্থান : পাঁচুয়া, ইউনিয়ন : রাওনা, উপজেলা : গফরগাঁও, জেলা : ময়মনসিংহ।

## রফিক উদ্দীন আহমদ

শহীদ হয়েছে ২১-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ

পরিচয় : মানিকগঞ্জ জেলার দেবেন্দ্রনাথ কলেজের বাণিজ্য বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।
পিতার নাম : মরহুম আবদুল লতিফ (১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু)
মাতার নাম : রাফিজা খানম (মৃত্যু ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে)
জন্ম : ৩০ অক্টোবর ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ
জন্মস্থান : গ্রাম : পারিল, উপজেলা : সিঙ্গাইর, জেলা : মানিকগঞ্জ।
রফিক উদ্দীন আহমদের ছোট ভাইয়ের নাম খোরশেদ আলম, তিনি এখনো জীবিত।
শহীদ রফিক উদ্দীন আহমদ ২০০০ সালে মরণোত্তর একুশে পদক পান।

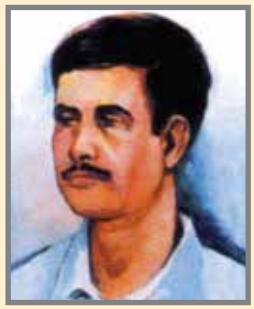

## আবদুস সালাম

গুলিবিদ্ধ হন ২১-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে

হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে ৭-৪-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বেলা ১১টায় মৃত্যুবরণ করেন।
পরিচয় : ডাইরেক্টর অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফিসে রেকর্ড কিপার পদে চাকরি করতেন।
পিতার নাম : মরহুম মো. ফাজিল মিয়া (১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু)
মাতার নাম : দৌলতন নেছা (১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু)
তিন বোন ও চার ভাইয়ের মধ্যে আবদুস সালাম ছিলেন সবার বড়।
তার সবচেয়ে ছোট ভাই এখনো জীবিত।
জন্ম : ২৭ নভেম্বর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ
জন্মস্থান : গ্রাম : লক্ষণপুর, ইউনিয়ন : মাতৃভূঞা, থানা : দাগনভূঞা, জেলা : ফেনী।

### শফিউর রহমান

শহীদ হয়েছেন ২২-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ

পরিচয় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ক্লাসের প্রাইভেট ছাত্র ও ঢাকা হাইকোর্টের কর্মচারী। বংশাল রোডের মাথায় শহীদ হন (ঢাকা)।

পিতার নাম : মরহুম মাহবুবুর রহমান

মাতার নাম : মরহুমা কানেতাতুন্নেসা

শফিউর রহমানের স্ত্রীর নাম আকিলা খাতুন (বর্তমানে জীবিত বয়স আনুমানিক ৮৩ বছর)। শফিউরের ছেলের নাম শফিকুর রহমান ও মেয়ের নাম আসফিয়া খাতুন। বর্তমানে তারা সবাই উত্তরা মডেল টাউনের বাসিন্দা।

জন্ম : ২৪ জানুয়ারি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ, জন্মস্থান : গ্রাম : কোন্নাগর, জেলা : হুগলি, রাষ্ট্র : ভারত।

ঢাকার ঠিকানা : হেমেন্দ্রনাথ রোড, ঢাকা।

পদক : ১৯৯০ সালে শহীদ শফিউর রহমানকে মরণোত্তর একুশে পদক দেয়া হয়।

## স্বীকৃতিবিহীন তিন ভাষা শহীদ

### মো. অহিউল্লাহ

শহীদ হয়েছেন ২২-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকার নবাবপুর এলাকার বংশাল রোডের মাথায় সশস্ত্র পুলিশের গুলিতে নিহত হন এবং তার লাশ পুলিশ অপহরণ করে।

পরিচয় : শিশু শ্রমিক

পিতার নাম : হাবিবুর রহমান

পিতার পেশা : রাজমিস্ত্রি

জন্ম : ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ (আনুমানিক)

জন্মস্থান : অজ্ঞাত

### আবদুল আউয়াল

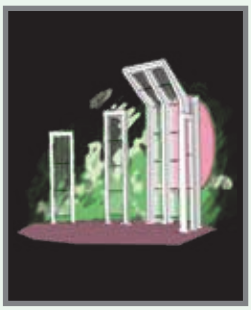

শহীদ হয়েছেন ২২-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ

(বর্তমান ঢাকা রেল হাসপাতাল কর্মচারী সংলগ্ন এলাকায় সশস্ত্র বাহিনীর মোটর গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু)।

পরিচয় : রিকশাচালক

পিতার নাম : মো. আবদুল হাশেম

জন্ম : ১১ মার্চ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ (আনুমানিক)

জন্মস্থান : সম্ভবত গেন্ডারিয়া, ঢাকা।

### সিরাজুদ্দিন

শহীদ হয়েছেন ২২-২-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ঢাকার নবাবপুরে 'নিশাত' সিনেমা হলের বিপরীত দিকে মিছিলে থাকা অবস্থায় টহলরত ইপিআর জওয়ানের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

ঠিকানা : বাসাবাড়ি লেন, তাঁতিবাজার, ঢাকা।

পরিচয় : সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

# একুশের ঘটনা

একুশের প্রভাত ফেরিতে মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৫৪)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একুশের প্রভাত ফেরিতে ফরিদা বারী, জহরতআরাসহ ছাত্রীবৃন্দ (১৯৫৩)

ভাষা শহীদদের স্মরণে স্মৃতি স্তম্ভ (১৯৫২)

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রশ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণে আমতলায় ঐতিহাসিক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী এ দিন সকাল ৯টা থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এসে জড়ো হয়। তারা ১৪৪ ধারা জারির বিপক্ষে স্লোগান দিতে থাকে এবং পূর্ব বঙ্গ আইন পরিষদের সদস্যদের ভাষা সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মতামতকে বিবেচনা করার আহ্বান জানাতে থাকে। পুলিশ অস্ত্র হাতে সভাস্থলের চারদিক ঘিরে রাখে। বিভিন্ন অনুষদের ডীন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ঐসময় উপস্থিত ছিলেন। বেলা সোয়া এগারটার দিকে ছাত্ররা গেটে জড়ো হয়ে প্রতিবন্ধকতা ভেঙে রাস্তায় নামার প্রস্তুতি নিলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছাত্রদের সতর্ক করে দেয়। কিছু ছাত্র ঐসময়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দিকে দৌঁড়ে চলে গেলেও বাদ বাকিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে পুলিশ দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পুলিশের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। উপাচার্য তখন পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ বন্ধ করতে অনুরোধ জানান এবং ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু ছাত্ররা ক্যাম্পাস ত্যাগ করার সময় কয়েকজনকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার শুরু করলে সহিংসতা ছড়ড়য়ে পড়ে। অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করে তেজগাঁও নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। এ ঘটনায় ছাত্ররা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে পুনরায় তাদের বিক্ষোভ শুরু করে।

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণ, ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রাক্কালে বেলা ২টার দিকে আইন পরিষদের সদস্যরা আইনসভায় যোগ দিতে এলে ছাত্ররা তাদের বাঁধা দেয়। কিন্তু পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে যখন কিছু ছাত্র সিদ্ধান্ত নেয় তারা আইনসভায় গিয়ে তাদের দাবি উত্থাপন করবে। ছাত্ররা ঐ উদ্দেশ্যে আইনসভার দিকে রওনা করলে বেলা ৩টার দিকে পুলিশ দৌঁড়ে এসে ছাত্রাবাসে গুলিবর্ষণ শুরু করে। পুলিশের গুলিবর্ষণে আব্দুল জব্বার এবং রফিক উদ্দিন আহমেদ ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এছাড়া আব্দুস সালাম, আবুল বরকতসহ আরও অনেকে সেসময় নিহত হন। ঐদিন অহিউল্লাহ নামের একজন ৮/৯ বছরেরে কিশোরও নিহত হয়।

ছাত্র হত্যার সংবাদ দ্রুত ছড়ড়য়ে পড়লে জনগণ ঘটনাস্থলে আসার উদ্যোগ নেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত অফিস, দোকানপাট ও পরিবহন বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রদের শুরু করা আন্দোলন সাথে সাথে জনমানুষের আন্দোলনে রূপ নেয়। রেডিও শিল্পীরা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে শিল্পী ধর্মঘট আহ্বান করে এবং রেডিও স্টেশন পূর্বে ধারণকৃত অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে থাকে।

ঐসময় গণপরিষদে অধিবেশন শুরুর প্রস্তুতি চলছিল। পুলিশের গুলির খবর জানতে পেরে মাওলানা তর্কবাগিশসহ বিরোধী দলীয় বেশ কয়েকজন অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়ান। গণপরিষদে মনোরঞ্জন ধর, বসন্তকুমার দাস, শামসুদ্দিন আহমেদ এবং ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সহ মোট ছয়জন সদস্য মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনকে হাসপাতালে আহত ছাত্রদের দেখতে যাবার জন্যে অনুরোধ করেন এবং শোক প্রদর্শনের লক্ষ্যে অধিবেশন স্থগিত করার কথা বলেন। কোষাগার বিভাগের মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশ, শরফুদ্দিন আহমেদ, সামসুদ্দিন আহমেদ খন্দকার এবং মসলেউদ্দিন আহমেদ এই কার্যক্রমে সমর্থন দিয়েছিলেন। যদিও নুরুল আমিন অন্যান্য নেতাদের অনুরোধ রাখেননি এবং অধিবেশনে বাংলা ভাষার বিরোধিতা করে বক্তব্য দেন।

# কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

ভাষা শহীদদের স্মরণে প্রথম শহীদ মিনারের অনুকরণে রাজশাহী কলেজে নির্মিত শহীদ মিনার (২০০৯)

বর্তমান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

## শহীদ মিনার

ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিসৌধ। এটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার কেন্দ্রস্থলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে অবস্থিত।

প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়েছিল অতিদ্রুত এবং নিতান্ত অপরিকল্পিতভাবে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ শুরু করে রাত্রির মধ্যে তা সম্পন্ন করে। শহীদ মিনারের খবর কাগজে পাঠানো হয় ঐ দিনই। শহীদ বীরের স্মৃতিতে- এই শিরোনামে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ছাপা হয় শহীদ মিনারের খবর।

মিনারটি তৈরি হয় মেডিকেলের ছাত্র হোস্টেলের (ব্যারাক) বার নম্বর শেডের পূর্ব প্রান্তে। কোণাকুণিভাবে হোস্টেলের মধ্যবর্তী রাস্তার গা-ঘেঁষে। উদ্দেশ্য বাইরের রাস্তা থেকে যেন সহজেই চোখে পড়ে এবং যে কোনো শেড থেক বেরিয়ে এসে ভেতরের লম্বা টানা রাস্তাতে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে। শহীদ মিনারটি ছিল ১০ ফুট উচ্চ ও ৬ ফুট চওড়া। মিনার তৈরির তদারকিতে ছিলেন জিএস শরফুদ্দিন (ইঞ্জিনিয়ার শরফুদ্দিন নামে পরিচিত), ডিজাইন করেছিলেন বদরুল আলম। সাথে ছিলেন সাঈদ হায়দার। তাদের সহযোগিতা করেন দুইজন রাজমিস্ত্রী। মেডিকেল কলেজের সম্প্রসারণের জন্য জমিয়ে রাখা ইট, বালি এবং পুরান ঢাকার পিয়ারু সর্দারের গুদাম থেকে সিমেন্ট আনা হয়। ভোর হবার পর একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় মিনারটি। ঐ দিনই অর্থাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে, ২২ ফেব্রুয়ারির শহীদ শফিউরের পিতা অনানুষ্ঠানিকভাবে শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে দশটার দিকে শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন। উদ্বোধনের দিন অর্থাৎ ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও সেনাবাহিনী মেডিকেলের ছাত্র হোস্টেল ঘিরে ফেলে এবং প্রথম শহীদ মিনার ভেঙ্গে ফেলে। এরপর ঢাকা কলেজেও একটি শহীদ মিনার তৈরি করা হয়, এটিও একসময় সরকারের নির্দেশে ভেঙ্গে ফেলা হয়।

অবশেষে, বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেবার পরে ১৯৫৭ সালের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের কাজ শুরু হয়। এর নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির তত্ত্বাবধানে।

## ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

১৯৫৬ সালে আবু হোসেন সরকারের মুখ্যমন্ত্রীত্বের আমলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বর্তমান স্থান নির্বাচন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। তৎকালীন পূর্ত সচিব (মন্ত্রী) জনাব আবদুস সালাম খান মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে 'শহীদ মিনারের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য চূড়ান্তভাবে একটি স্থান নির্বাচন করেন। ১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে জনৈক মন্ত্রীর হাতে 'শহীদ মিনারের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথা থাকলেও তাতে উপস্থিত জনতা প্রবল আপত্তি জানায় এবং ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ রিক্সাচালক আওয়ালের ৬ বছরের মেয়ে বসিরণকে দিয়ে এ স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

## স্থাপত্য নকশা

শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং আওয়ামী লীগের উদ্যোগে যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়। এরফলেই শহীদ মিনারের নতুন স্থাপনা নির্মাণ করা সহজতর হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হামিদুর রহমান মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত শহীদ মিনারের স্থপতি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। তাঁরই রূপকল্পনা অনুসারে নভেম্বর, ১৯৫৭ সালে তিনি ও নভেরা আহমেদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সংশোধিত আকারে শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ কাজ শুরু হয়। এ নকশায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের সম্মুখভাগের বিস্তৃত এলাকা এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৬৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ আবুল বরকতের মাতা হাসিনা বেগম কর্তৃক নতুন শহীদ মিনারের উদ্বোধন করা হয়।

# একুশের প্রথম কবিতা

## কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি

মাহবুব উল আলম চৌধুরী

ওরা চল্লিশজন কিংবা আরো বেশি
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে-রমনার রৌদ্রদগ্ধ কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলায়
ভাষার জন্য, মাতৃভাষার জন্য-বাংলার জন্য।
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে
একটি দেশের মহান সংস্কৃতির মর্যাদার জন্য
আলাওলের ঐতিহ্য
কায়কোবাদ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের
সাহিত্য ও কবিতার জন্য
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে
পলাশপুরের মকবুল আহমদের পুঁথির জন্য
রমেশ শীলের গাথার জন্য,
জসীমউদ্দীনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাটের' জন্য।
যারা প্রাণ দিয়েছে
ভাটিয়ালি, বাউল, কীর্তন, গজল
নজরুলের "খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
আমার দেশের মাটি।"
এ দুটি লাইনের জন্য
দেশের মাটির জন্য,
রমনার মাঠের সেই মাটিতে
কৃষ্ণচূড়ার অসংখ্য ঝরা পাপড়ির মতো
চল্লিশটি তাজা প্রাণ আর
অঙ্কুরিত বীজের খোসার মধ্যে
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের অসংখ্য বুকের রক্ত।
রামেশ্বর, আবদুস সালামের কচি বুকের রক্ত
বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সেরা কোনো ছেলের বুকের রক্ত।
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের প্রতিটি রক্তকণা
রমনার সবুজ ঘাসের উপর
আগুনের মতো জ্বলছে, জ্বলছে আর জ্বলছে।
এক একটি হীরের টুকরোর মতো
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছেলে চলিশটি রত্ন
বেঁচে থাকলে যারা হতো
পাকিস্তানের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ
যাদের মধ্যে লিংকন, রকফেলার,
আরাগঁ, আইনস্টাইন আশ্রয় পেয়েছিল
যাদের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছিল
শতাব্দীর সভ্যতার
সবচেয়ে প্রগতিশীল কয়েকটি মতবাদ,
সেই চলিশটি রত্ন যেখানে প্রাণ দিয়েছে
আমরা সেখানে কাঁদতে আসিনি।
যারা গুলি ভরতি রাইফেল নিয়ে এসেছিল ওখানে
যারা এসেছিল নির্দয়ভাবে হত্যা করার আদেশ নিয়ে
আমরা তাদের কাছে
ভাষার জন্য আবেদন জানাতেও আসিনি আজ।
আমরা এসেছি খুনি জালিমের ফাঁসির দাবি নিয়ে।
আমরা জানি ওদের হত্যা করা হয়েছে
নির্দয়ভাবে ওদের গুলি করা হয়েছে
ওদের কারো নাম তোমারই মতো ওসমান
কারো বাবা তোমারই বাবার মতো
হয়তো কেরানি, কিংবা পূর্ব বাংলার
নিভৃত কোনো গাঁয়ে কারো বাবা
মাটির বুক থেকে সোনা ফলায়
হয়তো কারো বাবা কোনো
সরকারি চাকুরে।
তোমারই আমারই মতো
যারা হয়তো আজকেও বেঁচে থাকতে
পারতো,
আমারই মতো তাদের কোনো একজনের
হয়তো বিয়ের দিনটি পর্যন্ত ধার্য হয়ে গিয়েছিল,
তোমারই মতো তাদের কোনো একজন হয়তো
মায়ের সদ্যপ্রাপ্ত চিঠিখানা এসে পড়বার আশায়
টেবিলে রেখে মিছিলে যোগ দিতে গিয়েছিল।
এমন এক একটি মূর্তিমান স্বপ্নকে বুকে চেপে
জালিমের গুলিতে যারা প্রাণ দিল
সেই সব মৃতদের নামে
আমি ফাঁসি দাবি করছি।
যারা আমার মাতৃভাষাকে নির্বাসন দিতে চেয়েছে তাদের জন্যে
আমি ফাঁসি দাবি করছি
যাদের আদেশে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তাদের জন্যে
ফাঁসি দাবি করছি
যারা এই মৃতদেহের উপর দিয়ে
ক্ষমতার আসনে আরোহণ করেছে
সেই বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে।
আমি তাদের বিচার দেখতে চাই।
খোলা ময়দানে সেই নির্দিষ্ট জায়গাতে
শাস্তিপ্রাপ্তদের গুলিবিদ্ধ অবস্থায়
আমার দেশের মানুষ দেখতে চায়।
পাকিস্তানের প্রথম শহীদ
এই চল্লিশটি রত্ন,
দেশের চল্লিশ জন সেরা ছেলে
মা, বাবা, নতুন বৌ, আর ছেলে মেয়ে নিয়ে
এই পৃথিবীর কোলে এক একটি
সংসার গড়ে তোলা যাদের স্বপ্ন ছিল
যাদের স্বপ্ন ছিল আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে
আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার,
যাদের স্বপ্ন ছিল আণবিক শক্তিকে
কীভাবে মানুষের কাজে লাগানো যায়
তার সাধনা করার,
যাদের স্বপ্ন ছিল রবীন্দ্রনাথের
'বাঁশিওয়ালার' চেয়েও সুন্দর
একটি কবিতা রচনা করার,
সেই সব শহীদ ভাইয়েরা আমার
যেখানে তোমরা প্রাণ দিয়েছ
সেখানে হাজার বছর পরেও
সেই মাটি থেকে তোমাদের রক্তাক্ত চিহ্ন
মুছে দিতে পারবে না সভ্যতার কোনো পদক্ষেপ।
যদিও অগণন অস্পষ্ট স্বর নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করবে
তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ঘণ্টা ধ্বনি
প্রতিদিন তোমাদের ঐতিহাসিক মৃত্যুক্ষণ
ঘোষণা করবে।
যদিও ঝঞ্ঝা-বৃষ্টিপাতে-বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভিত্তি পর্যন্ত নাড়িয়ে দিতে পারে
তবু তোমাদের শহীদ নামের ঔজ্জ্বল্য
কিছুতেই মুছে যাবে না।
খুনি জালিমের নিপীড়নকারী কঠিন হাত
কোনো দিনও চেপে দিতে পারবে না
তোমাদের সেই লক্ষদিনের আশাকে,
যেদিন আমরা লড়াই করে জিতে নেব
ন্যায়-নীতির দিন
হে আমার মৃত ভাইরা,
সেই দিন নিস্তব্ধতার মধ্য থেকে
তোমাদের কণ্ঠস্বর
স্বাধীনতার বলিষ্ঠ চিৎকারে
ভেসে আসবে
সেই দিন আমার দেশের জনতা
খুনি জালিমকে ফাঁসির কাষ্ঠে
ঝুলাবেই ঝুলাবে
তোমাদের আশা অগ্নিশিখার মতো জ্বলবে
প্রতিশোধ এবং বিজয়ের আনন্দে।

*চট্টগ্রাম, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ রাতে রচিত*

# বিচারপতি কাজী এবাদুল হক

ভাষাসৈনিক, একুশে পদকপ্রাপ্ত, লেখক ও গবেষক
সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
আদালতে প্রথম বাংলায় রায় প্রদানকারী

## জীবন ও পরিচয় এবং ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ততা

বিচারপতি কাজী এবাদুল হক ১৯৩৬ সালের ১ জানুয়ারি ফেনী জেলার বালীগাঁও গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী আবদুল হক ও মাতার নাম হুরেনেছা বেগম। তিনি ১৯৫১ সালে ফেনী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৫৩ সালে ফেনী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট, ১৯৫৫ সালে স্নাতক এবং ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। ১৯৫১ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করার পর প্রথম ৬ মাস ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং কলেজ ছাত্র সংসদের আপ্যায়ন সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। ঢাকা কলেজ থেকে ফেনী কলেজে আসার পর তিনি ১৯৫২ সালে ফেনী কলেজ ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। ১৯৪৮-৫০ সালে স্কুলে পড়ার সময় রবীন্দ্র পাঠাগার গড়ে সংস্কৃতি সংসদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে প্রথমে গ্রন্থাগার সম্পাদক ও পরে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৫২ সালে ফেনী মহকুমা যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক, ফেনীতে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত থাকাকালে ফেনী মডেল স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং ফেনী কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া তিনি ফেনী মহকুমা সমাজকল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে ১৯৫৯ সালে তিনি ফেনী মহকুমা আদালতে আইন পেশায় নিযুক্ত হন। ১৯৬৫ সালে ঢাকা জেলা আদালতে ও ১৯৬৬ সালে ঢাকা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট এবং ১৯৭২-৮৯ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট হিসেবে আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ১৯৯০ সালে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি পদে আসীন হন। ২০০০ সালে তিনি আপীল বিভাগের বিচারপতি পদে উন্নীত হন। ২০০১ সালে তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

কাজী এবাদুল হক লেখালেখির সাথেও যুক্ত আছেন। আইন বিষয়ে রচিত তাঁর উল্লেখযোগ্য তিনটি গ্রন্থ হলো বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন ও ভূমি আইন', 'ভূমি ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ' এবং এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'দি এডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস ইন বাংলাদেশ'। তাছাড়া এশিয়া পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'ফেলে আসা দিনের কথা'। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলা পিডিয়া কালচারাল সার্ভে অব বাংলাদেশ' এবং 'হিস্ট্রি অব বাংলাদেশ' গ্রন্থের আইনবিষয়ক বহুভুক্তি ও প্রবন্ধের রচয়িতা। তিনি 'নজির আইন সংহিতা', 'উচ্চ আদলতে বাংলার চর্চা ও বাংলার রায়' গ্রন্থের লেখক। তিনি আইন সাময়িকী 'বাংলাদেশ লিগ্যাল ডিসিশনস্' এর সম্পাদক ছিলেন। কাজী এবাদুল হক বাংলা একাডেমী ও এশিয়াটিক সোসাইটির জীবন সদস্য এবং বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতির সহ-সভাপতি।

২০০৭ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উক্ত পদে যোগদানের পূর্বে তিনি সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এর সহ-সভাপতি ছিলেন। ২০১৬ সালে তিনি রাষ্ট্রিয় একুশে পদক লাভ করেন।

১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের শুরুতেই কাজী এবাদুল হক ফেনীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফেনী কলেজের তৎকালীন ছাত্রনেতা খলিল উল্লাহ, কোব্বাদ আহম্মদ, এবিএম মুসা, শান্তিশূর, কুমুদ দত্ত, ছিদ্দিক উল্লাহ প্রমুখের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ফেনীতে ছাত্রদের সভা ও মিছিলে স্কুল ছাত্র হিসেবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রভাষার দাবিতে প্রথম সোচ্চার হন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেও কাজী এবাদুল হক একজন সক্রিয় সংগঠক হিসেবে অনবদ্য ভূমিকা রাখেন। ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য ফেনীতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। উক্ত পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন কাজী এবাদুল হক। ১৯৫২ সালে প্রথম ফেনীতে জননেতা খাজা আহম্মদের নেতৃত্বে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলেও ছাত্রদের দাবির মুখে ফেনী কলেজ ছাত্র মজলিসের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দিন আহমদকে আহ্বায়ক করে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠিত হলে তিনি কলেজ ছাত্র মজলিসের সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ফেনীতে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং ফেনীসহ নোয়াখালী জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে সাংগঠনিক তৎপরতায় লিপ্ত থাকেন।

বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনের পরেও তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় কাজী এবাদুল হক সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকায় গঠিত যুক্তফ্রন্ট কর্মী শিবিরের নির্বাচন পরিচালনার জন্য ফেনীতে গঠিত হয় ফেনী মহকুমা যুক্তফ্রন্ট কর্মী শিবির। উক্ত সংগঠনের আহ্বায়ক ছিলেন কর্নেল শেখ আহমদ, আর কাজী এবাদুল হক সহ-আহ্বায়ক মনোনীত হন। আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে তিনি বিভিন্ন সময় পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন। ভাষা আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ ছাড়াও তিনি পরবর্তীকালে আন্দোলনের চেতনা বিকাশে ভূমিকা পালন করেন।

১৯৯৮ সালে বিচারপতি কাজী এবাদুল হক উচ্চ আদালতে বাংলায় নজির সৃষ্টিকারী রায় প্রদান করে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেন। উচ্চ আদালতে নজির সৃষ্টিকারী যে সকল রায় তিনি প্রদান করেন সেগুলোর মধ্যে 'নজরুল ইসলাম বনাম রাষ্ট্র' মামলার রায়টি অন্যতম।

# অধ্যাপক ড. শরিফা খাতুন

ভাষাসৈনিক, একুশে পদকপ্রাপ্ত, লেখক ও গবেষক
সাবেক পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাধ্যক্ষ, শামসুন নাহার হল ও বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

## জীবন ও পরিচয় এবং ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ততা

ভাষাসৈনিক ড. শরিফা খাতুন ১৯৩৬ সালের ৬ ডিসেম্বর তৎকালীন ফেনী মহকুমার শশ্মদি ইউনিয়নের জাহানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আসলাম এবং মাতার নাম জেবুন্নেছা চৌধুরানী। তিনি কুমিল্লা শহরের লুৎফুন্নেসা স্কুলে লেখাপড়া শুরু করেন। ১৯৫১ সালে নোয়াখালী সদরের উমা গার্লস স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৫৩ সালে ইডেন কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগ থেকে ১৯৫৬ সালে অনার্স ও ১৯৫৭ সালে মাস্টার্স পাস করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ১৯৫৮ সালে ফেনী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে বিএড কোর্স সম্পন্ন করেন। ১৯৬৩ সালে ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের কলারাডো স্টেট কলেজ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি নেন ১৯৬৮ সালে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন নাহার হল এবং বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলের প্রভোস্ট ছিলেন। অবসরে যান ২০০১ সালে। ২০১৭ সালে তিনি রাষ্ট্রিয় একুশে পদক লাভ করেন।

বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইডেন কলেজে বেশ কয়েকটি সভা, সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শরিফা খাতুন এগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ৪ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ধর্মঘট পালনের কর্মসূচির দিন শরিফা খাতুন ইডেন কলেজের ছাত্রী হোস্টেল থেকে তাঁর কয়েকজন বান্ধবীকে সাথে নিয়ে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ছাত্র-সমাবেশে যোগদান করেন। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের একটি আলাদা মিছিল বের হয়, শরিফা খাতুন সে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় অনুষ্ঠিত ছাত্রজনতার সমাবেশে সতীর্থদের নিয়ে শরিফা খাতুন অংশগ্রহণ করেন। সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুলিশ মারমুখী হয়ে টিয়ার গ্যাস ও গুলিবর্ষণ শুরু করে। উক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন শরিফা খাতুন। ভাষাসৈনিক শরিফা খাতুন ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে বলেন, 'বেলা ৩টা কি সাড়ে ৩টার দিকে মেডিকেল কলেজের দিকে গুলিবর্ষণের শব্দ শোনা যায়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে অবস্থানরত ছাত্র-ছাত্রীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ছোটাছুটি আরম্ভ হয়। ছেলেরা যে যেদিকে পারে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করে। আমরা মেয়েরা অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকি। কয়েকজন ছাত্র আমাদের এক জায়গায় গিয়ে অপেক্ষা করতে বলে। তারা আমাদের হোস্টেলে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে বলে আশ্বস্ত করে। ইতোমধ্যে জাহাঙ্গীর সাহেব (আমার সহপাঠী ও বান্ধবী রওশন জাহান হেনার বড় ভাই, তখন তিনি মেডিকেল কলেজের ছাত্র) কয়েকজন সহপাঠীসহ আমাদের কাছে আসেন। তারা মেয়েদের সবাইকে কলাভবনে নিয়ে যান। কলাভবন ও মেডিকেল কলেজের মাঝে তখন একটি দেয়াল ছিলো। এই দেয়ালের কিছু অংশ ভেঙে তার ফোকর দিয়ে তারা আমাদের বের করে নিয়ে আসেন। এখান থেকে আমরা হোস্টেলে চলে যাই।

গুলির ফলে সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে ভেবে আমরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। সন্ধার দিকে খবর পাই গুলিতে ছাত্রসহ অনেকে নিহত হয়েছে। অসংখ্য ছাত্র মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। কয়েকজন ছাত্রীও এতে আহত হয়। কে কে নিহত হয়েছে তা জানতে পারিনি। পুলিশ লাশ গুম করে ফেলে। অনেক ছাত্রকে ধরেও নিয়ে যায়। খবর পেয়ে আমরা শোকাভিভূত হয়ে পড়ি। এরপর জিএস আপা কিছু ছাত্রী নিয়ে মেডিকেল কলেজে যান। আমিও সেখানে ছিলাম। সেখানে এক মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণা হয়। গুলিতে নিহত ও আহতদের রক্তে রঞ্জিত মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণ। গুলি ও লাঠিচার্জের ফলে ছাত্রদের পোশাক ছিন্নভিন্ন ও রক্তাক্ত হয়ে যায়। হাসপাতালের বেডে ও মেঝেতে আহত ছাত্ররা যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকে। আত্মীয়স্বজন এ খবর তখনো জানে না। মেডিকেল কলেজের ডাক্তার, ছাত্র, নার্সরা তাদের চিকিৎসা দিতে থাকেন। গুলিতে নিহত লাশগুলো ঢেকে রাখা হয়। এদের পরিচয় তখনো কেউ জানে না। পরে সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউলরা শহীদ হয়েছেন সে খবর পাই। এই মর্মান্তিক দৃশ্য ভুলবার নয়। শোকভারাক্রান্ত মনে আমরা হোস্টেলে ফিরে আসি।

বায়ান্নের একুশে ফেব্রুয়ারির পরের কয়েকদিনে ঢাকা শহরে ভাষা আন্দোলন তীব্রতর হয়। প্রতিবাদসভা ও মিছিল চলতে থাকে। ভাষা আন্দোলন ঢাকা শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, একুশের পর থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা কালো ব্যাজ পরা শুরু করে। এই সময়ে গ্রেফতার হওয়া জেলখানায় আটক ছাত্রদের জন্য ইডেন কলেজ থেকে আমরা একদিন রান্না করা খাবার জেলখানায় পাঠাই। এরপর দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। আমাদের কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে হোস্টেল থেকে চলে যেতে বলা হয়।

ভাষা আন্দোলনে বিশেষ অবদানের জন্য
## ঢাকা কমার্স কলেজ একুশে সম্মাননা ২০১৯
### বিচারপতি কাজী এবাদুল হক

ভাষা আন্দোলনে বিশেষ অবদানের জন্য
## একুশে সম্মাননা ২০১৯
### বিচারপতি কাজী এবাদুল হক

ভাষাসৈনিক, একুশে পদকপ্রাপ্ত, লেখক ও গবেষক
সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল
আদালতে প্রথম বাংলায় রায় প্রদানকারী

দুঃখে আর অশ্রুতে ভরা এই মহান শহীদ দিবসে
আমাদের প্রতিষ্ঠানে তোমার মতো শ্রেষ্ঠ মানুষকে পেয়ে
আজ সকল আয়োজন পূর্ণ হয়েছে কেবল তোমার পরশে।
তুমি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ভাষাসৈনিক।

তোমার জীবন যেন আজ এক সংগ্রামী জীবনের প্রতীক।
ছাত্রজীবন থেকে যে সংগ্রাম আজো রয়েছে তা বহমান
তোমার এই প্রাণশক্তি, সাহস, ধৈর্য আমাদের কর দান,
তাহলেই বিশ্বের কাছে বাঙালি জাতির থাকবে মান।

সামাজিক কর্মকান্ড, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ভাষা আন্দোলন
থেকে মুক্তিযুদ্ধ — কোথায় নেই তোমার দৃপ্ত পদচারণা ?
কেবল এখানেই শেষ নয়, বিচারাসনের মহান পদে বসে
জনগণের মঙ্গলে নিবেদিত থেকে দিয়েছ স্মরণীয় রায়,
আজ সেই রায়ের সুফল ভোগ করছে সারা বাংলার গাঁয়।

লেখক হিসেবেও তুমি আজ আমাদের ধ্রুবতারা
অমূল্য গ্রন্থগুলো রচনা করে তুমি নিজেই আজ অমূল্য
তারই স্বীকৃতি জাতি তোমাকে দিয়েছে একুশে পদক
স্বরূপ আমরা পেয়েছি জ্ঞানের হিরক খনি।

তোমার আগমনে আমরা আজ সত্যি ধন্য
তোমাকে আমাদের শ্রদ্ধা ব্যতীত দেওয়ার কিছু নেই।
তোমার প্রতি শুধু আমাদের এইটুকু নিবেদন
আমাদের মাঝে তুমি বেঁচে থাকবে চিরদিন।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯
ঢাকা কমার্স কলেজ
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

ভাষা আন্দোলনে বিশেষ অবদানের জন্য
## ঢাকা কমার্স কলেজ একুশে সম্মাননা ২০১৯
### অধ্যাপক ড. শরিফা খাতুন

ভাষা আন্দোলনে বিশেষ অবদানের জন্য
## একুশে সম্মাননা ২০১৯
### অধ্যাপক ড. শরিফা খাতুন

ভাষাসৈনিক, একুশে পদকপ্রাপ্ত, লেখক ও গবেষক
সাবেক পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে
তোমার মতো ভাষাসৈনিক, শিক্ষানুরাগীর আগমনে
ঢাকা কমার্স কলেজের সকলেই আজ ধন্য, গর্বিত ও আনন্দিত।

ফেনীর জাহানপুরের ছোট্ট শিশুটি আজ
সারা দেশ ও জাতির গর্ব।
তোমার ধ্যান-জ্ঞান, কর্ম ও সাফল্যের সৌরভে
চারিদিক আজ সুবাসিত।

তুমি নেমেছিলে রাজপথে,
ইডেন কলেজের ছাত্রীদের সমাবেশ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে।
তুমি করেছিলে অংশগ্রহণ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রজনতার সমাবেশে।
তুমি দেখেছিলে কীভাবে পুলিশ মারমুখী হয়ে
টিয়ার গ্যাস ও গুলিবর্ষণ করেছিল ছাত্রজনতার 'পরে।
তুমি সেই দুর্বিষহ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।

তুমি শুনেছ হাসপাতালের বেডে ও মেঝেতে শুয়ে থাকা
আহত ছাত্রদের যন্ত্রণাকাতর চিৎকার।
তুমি দেখেছ সেই মর্মান্তিক দৃশ্য
গুলিতে নিহত বাংলার সন্তানদের ঢেকে রাখা লাশ।

একুশের চেতনা তুমি জ্বালিয়ে রেখেছ সদা বাঙালির মনে।
বাংলা ভাষা বাঙালি জাতির প্রাণ
তুমি বাঙালির সেই প্রাণ রক্ষায় লড়েছো, জ্বেলেছো আলো
সেই আলোতে দূর হয়েছে অন্ধকার।
তোমার স্পর্শে ধন্য হয়েছি আমরা
তোমার জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হোক সারা বাংলা।

তোমার আগমনে আমাদের শ্রদ্ধা ব্যতীত
কিছুই দেবার নেই।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯
ঢাকা কমার্স কলেজ
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

# রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন ও একুশের ইতিহাসে প্রথম

**এম আর মাহবুব**
ভাষা-গবেষক ও লেখক
নির্বাহী পরিচালক, ভাষা-আন্দোলন গবেষণা কেন্দ্র ও জাদুঘর
ঢাকা কমার্স কলেজ একুশে সম্মাননা ২০১৮ প্রাপ্ত

ভাষা আন্দোলন আমাদের চেতনার ইতিহাস। ভাষার অধিকার আদায়ের সেই রাজপথ রঞ্জিত করা ইতিহাস এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। আমাদের একুশ এখন বিশ্বের। কিন্তু কেমন ছিল একুশের প্রথম প্রহর। কিংবা একুশের সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গে প্রথম যে বারুদের সংযোজন, কেমন ছিল সেই বিদ্রোহের অনুষঙ্গ? সেইসব প্রথম নিয়েই এই লেখা।

**প্রথম লিফলেট :** ভাষা আন্দোলনের প্রথম লিফলেট প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি গুলি বর্ষণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। লিফলেটটির আকার ছিল পেট অনুযায়ী ১/১৬। গুলি বর্ষণের অল্প কিছুক্ষণ পরই হাসান হাফিজুর রহমান, আমীর আলীসহ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের উল্টোদিকে ক্যাপিটাল প্রেসে চলে যান। সেখানে গিয়ে হাসান হাফিজুর রহমান লিফলেটের খসড়া তৈরি করেন। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই 'মন্ত্রী মফিজউদ্দীনের আদেশে গুলি' শীর্ষক লিফলেটটি ছাপার কাজ সম্পন্ন হয়। হাসান হাফিজুর রহমান লিফলেটটি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আসেন। প্রায় দুই/তিন হাজার লিফলেট ছাপানো হয়েছিল। উৎসাহী ছাত্ররাই এ লিফলেটগুলো চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। চকবাজার, নাজিরা বাজার এবং ঢাকার অন্য সব এলাকাতেও লিফলেটগুলো কর্মীদের মাধ্যমে ঐদিনই ছড়িয়ে দেয়া হয়।

**প্রথম কবিতা :** একুশের প্রথম কবিতার জনক মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকার গুলি বর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনিই প্রথম কবিতা লেখেন। তিনি সে সময় চট্টগ্রামে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন। একুশে ফেব্রুয়ারির ঠিক দুদিন আগে হঠাৎ তিনি জলবসন্তে আক্রান্ত হন। ফলে একুশ এবং তৎপরবর্তী সময়ের উত্তাল আন্দোলনে তিনি অংশ নিতে পারেননি। সেই বিক্ষুব্ধ মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটান কবিতার মাধ্যমে। মাহবুব-উল-আলম রচিত 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' শীর্ষক কবিতাটি ভাষা-আন্দোলন তথা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি (মতান্তরে ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি) চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে বিশাল জনসভায় ৫০ হাজার লোকের উপস্থিতিতে কবিতাটি পাঠ করেন চৌধুরী হারুনুর রশীদ। কবিতাটি প্রকাশের সাথে সাথে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। কবিতাটি মুদ্রণের দায়ে প্রকাশক কামাল উদ্দিন আহমদ, লেখক মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী ও জনসভায় এর প্রথম পাঠক চৌধুরী হারুনুর রশীদ এবং মুদ্রক দবির আহমেদ চৌধুরীর নামে হুলিয়া জারি হয় এবং পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে।

**প্রথম কবিতা সংকলন :** ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় একুশের কবিতার সংকলন। সংকলনটির নাম ছিল 'ওরা প্রাণ দিল'। এটি ২০ বি, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯৬ থেকে বেনু প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত। বিশ পৃষ্ঠার এ সংকলনটির প্রকাশক-শিবব্রত সেন। এছাড়া সংকলনটিতে লেখা ছিল সম্পাদনা-সহকর্মী, প্রচ্ছদ: গণ-আন্দোলনের অংশীদার জনৈক শিল্পী । এদের নাম গোপন করা হয়েছিল নিরাপত্তার কারণে। প্রচ্ছদে ছিল কাঠের খোদাই করা একটি উডকাট চিত্র। তাতে লেখা ছিল, 'বাংলা ভাষার কণ্ঠ রোধ করা চলবে না।' নিরাপত্তার কারণে প্রচ্ছদে শিরোনাম উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু প্রচ্ছদ একেঁছিলেন ভারতের খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী সোমনাথ হুড়। যে ৭টি কবিতা স্থান পেয়েছিল সেগুলো হলো: শহীদ বাংলা-বিমল চন্দ্র ঘোষ, জন্মভূমি-সৈয়দ আবুল হুদা, ঢাকার ডাক-হেমাঙ্গ বিশ্বাস, পারবে না-মুর্তজা বশীর, জননী গো-নিত্য বসু, বন্ধুর খোঁজে-তানিয়া বেগম, প্রিয় বন্ধু আমার-সহকর্মী (প্রমথ নন্দী)।

**প্রথম ক্রোড়পত্র ও অঙ্কিত চিত্র বা স্কেচ :** ২১ ফেব্রুয়ারির পরের দিন অর্থাৎ ২২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় একুশের প্রথম ক্রোড়পত্র এবং প্রথম অঙ্কিত চিত্র। ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেন তৎকালীন 'দিলরুবা' পত্রিকার প্রকাশক এবং এতে স্কেচ আঁকেন শিল্পী আমিনুল ইসলাম, আর লেখেন ফয়েজ আহমদ এবং আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন। বিকেল পাঁচটার মধ্যে কাগজ ছাপা হয়ে যায় এবং পত্রিকার কর্মীরাই রাজপথে কাগজগুলো বিলি করেন। সেদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে কারফিউ ছিল বলে ৬টার আগেই হাতে হাতে কাগজ বিলি করা হয়ে যায়।

**একুশের প্রথম ছাপচিত্র :** প্রথম ছাপচিত্র অঙ্কন করেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী, বায়ান্নর ভাষাকর্মী মুর্তজা বশীর। ছাপচিত্রটির শিরোনাম হলো 'রক্তাক্ত একুশে'। মুর্তজা বশীর ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ছাত্রহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। শহীদ বরকতের রক্তে তার সাদা রুমাল রঞ্জিত হয়। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আঁকা তাঁর এই ছাপচিত্রটিতে তিনি একুশের ঘটনা অঙ্কিত করেন। একজন গুলিবিদ্ধ ছাত্রনেতাকে একেঁছেন যিনি মিছিলে গুলি বর্ষণের ফলে পড়ে যান, তার স্লোগান সংবলিত প্যাকার্ডটি পড়ে যায় এবং তার হাতে থাকা বইটিও মাটিতে পড়ে রক্তাক্ত হয়ে যায়।

**একুশের প্রথম গান :** একুশের প্রথম গান রচনা করেন ভাষাসৈনিক আ.ন.ম. গাজীউল হক। গানটির প্রথম লাইন: 'ভুলব না, ভুলব না, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না...' ভাষা-আন্দোলনের সুচনার গান হিসেবে এটি সে সময়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এবং আন্দোলনের মহা অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছিল। গানটির সুর দেয়া হয়েছিল হিন্দি গান 'দূর হাটো, দূর হাটো, ঐ দুনিয়াওয়ালে, হিন্দুস্তান হামারা হায়' এর অনুকরণে। একুশের হত্যাকাণ্ডের পর গাজীউল হকের এই গানটি ছিল ভাষাকর্মীদের প্রেরণার মন্ত্র। শুধু রাজপথের আন্দোলনে নয়, জেলখানায় রাজবন্দিদের দুঃখ কষ্ট নিবারণে এবং তাদের মনোবল চাঙ্গা করতে এই গান ছিল প্রধান হাতিয়ার। ১৯৫৩ সালে একুশের প্রথম বার্ষিকীতে আরমানিটোলার ময়দানে আয়োজিত জনসভায় গানটি প্রথম গাওয়া হয়।

**প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস :** ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। জাতিসংঘের ১৮৮টি দেশ একসঙ্গে প্রথম ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে। এর আগে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের সংস্থা ইউনেস্কো আনুষ্ঠানিকভাবে দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়। বাংলাদেশ ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনের ৩০তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রস্তাবটির খসড়া পেশ করে। বাংলাদেশকে সমর্থন জানায় ২৭টি দেশ। দেশগুলো হলো সৌদি আরব, ওমান, বেনিন, শ্রীলঙ্কা, মিশর, রাশিয়া, বাহামা, ডেমিনিকান প্রজাতন্ত্র, বেলারুশ, ফিলিপাইন, কোতে দি আইভরি, ভারত, হন্ডুরাস, গাম্বিয়া, মাইক্রোনেশিয়া ফেডারেশন, ভানুয়াতু, ইন্দোনেশিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, কমোরো দ্বিপপুঞ্জ, পাকিস্তান, ইরান, লিথুনিয়া, ইতালি, সিরিয়া, মালয়েশিয়া, স্লোভাকিয়া ও প্যারাগুয়ে। ইউনেস্কোর এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাংলাভাষাসহ বিশ্বের চার হাজার ভাষা সম্মানিত হয়।

# জাতি গঠনে মাতৃভাষার গুরুত্ব

**খাদিজা হোসেন অন্তু**
বিবিএ প্রফেশনাল, ৩য় বর্ষ (সেকশন-এ)
রোল: বিবিএ ৪৬০

প্রতিটি দেশ, জাতি কিংবা সমাজে গৌরবের কিছু বিষয় থাকে। এসব ঘটনা সেই জাতি, দেশ কিংবা সমাজকে যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণা যোগায়, শক্তি যোগায়, সামনে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের মানুষের কাছে এরূপ স্মরণীয় একটি ঘটনা হলো ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা। এদিন মায়ের ভাষার অধিকার রাখতে গিয়ে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন বাঙালি জাতির সূর্য সন্তারো। তাই বাঙালির জাতীয় জীবনে ও জাতি গঠনে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

## ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

"মাগো ওরা বলে, সবার কথা কেড়ে নেবে
তোমার কোলে শুয়ে গল্প শুনতে দেবে না।
বলো মা, তাই কি হয়?"

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। শুধু ধর্মীয় সাদৃশ্যের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান দুটি পৃথক ভূখন্ড হওয়া সত্ত্বেও একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এ দুই অংশের মধ্যে প্রথম বিরোধ শুরু হয় ভাষার প্রশ্নে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ বিষয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত নেয়। দুই পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যাগুরু মানুষের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘুর ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত শুরু হয়। এমতাবস্থায় দেশভাগ হওয়ার মাত্র ১৭ দিনের মাথায়, ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর গঠিত হয় তমুদ্দুন মজলিস। এটি বাংলার প্রতি বৈষম্যের প্রতিবাদে গঠিত প্রথম কোনো সংগঠন। এর উদ্যোক্তা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাসেম। বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার প্রথম প্রস্তাব হয় লাহোরে ১৯৪৭ সালের এক শিক্ষা সম্মেলনে। ১৯৪৮ সালে গনপরিষদের ভাষা হিসেবে বাংলাকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিরোধীতা এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর রেসকোর্স ময়দানে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বক্তব্যে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে ক্ষোভের জন্ম নেয়। ১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ও ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি একই ঘোষণা দেন খাজা নাজিমুদ্দীন-'উর্দু' হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এর প্রেক্ষিতে ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। 'সবদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' ২১ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে হরতাল এবং ভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। সরকার এই আন্দোলনকে দমন করতে ১৪৪ ধারা জারি করে। মিছিলে গুলি চালায়। নিহত হয় সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ আরো অনেকে। অবশেষে সরকার বাধ্য হয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেয়। ১৯৫৬ সালে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায় 'বাংলা ভাষা'। ১১ মার্চ, ১৯৪৮। বাংলা ভাষার দাবি দিবসে সচিবালয়ের গেটে পিকেটিং করার সময় পুলিশ শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। ১৫ মাস পর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি আওয়ামী লীগের সভায় যোগ দেন।

## দেশপ্রেম

মানুষের চরিত্র গঠনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ হলো তার দেশপ্রেম। জ্ঞানার্জনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় মানুষের মাঝে উপ্ত হয় সেবার আদর্শ, দেশপ্রেমের শুভ্রবীজ যা তার পরবর্তী কর্মবহুল জীবনে ধারন করে বিশাল মহিরুহের আকার। ১৯৫২ সালে দেশপ্রেম মাথায় নিয়ে তরুণেরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা মায়ের ভাষা রক্ষায় আন্দোলনে নেমেছিল। দিয়েছিল মায়ের বুকে জীবন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা যে মহান আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তা আজও ইতিহাস হয়ে আছে। দেশের মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে দেশাত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে দেশের সর্বস্তরের জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয় মহান ঐক্য ও সংহতির পক্ষপাতহীন মন্ত্রবাণী।

## ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এর স্বীকৃতি

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্যে জীবন দিয়ে বাঙালি অন্যান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাঙালির রক্তঝরা এ দিনটিকে সারা বিশ্বে স্মরণীয় করে রাখতে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, সম্মান জানিয়েছে ভাষা শহীদদের প্রতি। তাই ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালি জীবনে এক গৌরবসময় ও ঐতিহাসিক দিন। প্রতি বছর 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সারা বিশ্বে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে। এ দিবসটির তাৎপর্য উল্লেখ করে বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ড. হুমায়ুন আজাদ বলেছেন, 'আমি মুগ্ধ আমি স্মীত, আমাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, আমার প্রাণের কথা আমার ভাষায় জানাতে পারব বলে আমার হৃদয় স্পন্দন বেড়েছে। সত্যিই আমি গর্বিত।

## রাজনৈতিক ঐক্য গঠন

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত রাজনীতি ছিল কেবল উচ্চশ্রেণির জন্য। সাধারণ মানুষ বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণি রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাত না। ১৯৫২'র ঘটনা এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় এবং এলিট ও সাধারণ শ্রেণির মানুষকে রাজনৈতিক অঙ্গনে স্বার্থ আদায়ে ঐক্যবদ্ধ করে। এটি পরবর্তীকালে জাতীয় ঐক্য গঠন ও সুরক্ষায় ভূমিকা পালন করে।

## আত্মসচেতনতা অর্জন

ভাষা আন্দোলনকে ভিত্তি করে বাঙালি জাতি প্রথম আত্মসচেতনতা অর্জন করে। কেননা যদি বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হত তবে এদেশের সাধারণ শিক্ষিত মানুষ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হত। এই আশংকা তাদেরকে উদ্বিগ্ন করে তোলে, যা তাদেরকে সচেতন হতে সহায়তা করে। এই আত্মসচেতনতা পরবর্তীকালে সব অন্যায় নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদেরকে প্রতিরোধের শক্তি যোগায়।

## শিল্প-সাহিত্যের সমৃদ্ধি

একুশের চেতনা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধি অর্জন করে। একুশের প্রথম কবিতা মাহবুবুল আলমের "কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসিছি" প্রকাশিত হলে তা চারদিকে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনেক বিখ্যাত গান, কবিতা, উপন্যাস, নাটক রচিত হয়েছে ভাষা আন্দোলনকে ভিত্তি করে, যা বাংলাকে সমৃদ্ধ করেছে।

## ভাষা আন্দোলনে শহীদদের শ্রদ্ধায় জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ও মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

শেখ মুজিবুর রহমানকে ভালোবাসতেন জনদরদি নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। শেখ মুজিবও তাকে শ্রদ্ধা করতেন। বাংলা ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রক্তক্ষয়ী ঘটনার পর দু'নেতা বাঙালির অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আরো সোচ্চার হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনার মধ্যে দিয়ে চলমান আন্দোলনকে তারা বেগবান করে তোলেন। ১৯৫৩ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি দু'জন একসঙ্গে খালি পায়ে প্রভাতফেরী করে শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যান। ১৯৫৩ সালে এই শহীদ মিনারটি ছিল না। ঐটি তৈরি হয় ১৯৫৬ সালে। ১৯৫৩ সালে ছিল চারকোণা স্তম্ভ।

## উপসংহার

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে গৃহীত হওয়ার ব্যাপারটি আমাদের তথা বাংলাদেশের জন্যে অত্যন্ত গৌরবের। কারণ, একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে বাঙালি জাতি আত্মমর্যাদার চেতনা ও মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের প্রেরণা লাভ করে এবং অনুভব করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উপকারিতা।

**দ্রষ্টব্য:** রচনাটি ঢাকা কমার্স কলেজ আয়োজিত ভাষা দিবস রচনা প্রতিযোগিতা ২০১৯ এ অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণি শাখায় প্রথম হয়েছে।

# মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা

**জান্নাতুল ইসলাম**
একাদশ শ্রেণি
রোল: ৪০৩৪৯

**ভূমিকা :** মানুষের জীবনে মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই। মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করার মধ্যে যে আনন্দ ও তৃপ্তি আছে তা বিদেশি ভাষায় কখনো পাওয়া যায় না। বাঙলা আমাদের মাতৃভাষা। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত ও প্রতিষ্ঠিত এই ভাষা বর্তমানে বিশ্বে দারুনভাবে সমাদৃত। সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষা প্রয়োগের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বাংলাদেশে বিজ্ঞান চর্চাও হচ্ছে বাংলা ভাষায়। বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞানের প্রসারতার যুগ। বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করে কোনো জাতি উন্নতির দিকে যাত্রা করতে পারে না। এরই ক্রম ধারায় বাংলাদেশেও বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপক প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে এ দেশে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ব্যাপকভাবে প্রসারিত।

## মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা

"নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশি ভাষা মিটে কি আশা?"
-রামনিধি গুপ্ত

মানুষ তার মাতৃভাষার প্রতি চরম শ্রদ্ধাশীল। মাতৃভাষা মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই আয়ত্ত্ব করে বলে সেই ভাষায় অর্জন করা সবকিছুই তার কাছে আপন মনে হয়। শিক্ষার জন্য প্রয়োজন মনের স্বাভাবিক বিকাশের উপযুক্ত মাধ্যম। এক্ষেত্রে মাতৃভাষার চেয়ে উত্তম কোনো মাধ্যম হতে পারে না। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা সবচেয়ে উপযোগী ভূমিকা পালন করে। একমাত্র মাতৃভাষাই পারে প্রানের সাথে ভাবের মিলন ঘটাতে। বিদেশি ভাষায় কখনো একজন শিক্ষার্থীর মনের ভাব যথাযথভাবে ফুটে উঠে না। মাতৃভাষার আকুলতা এবং ভাবদ্যোতনা কোনো ভাষার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব না। তাই বিজ্ঞান চর্চায় মাতৃভাষা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

## বিজ্ঞান চর্চায় মাতৃভাষার গুরুত্ব

আধুনিক সভ্যতার যুগে বিজ্ঞান মানব জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। যথাযথ বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে প্রতিটি জাতি উন্নতির শিখরে আরোহন করার যোগ্যতা অর্জন করে। বাংলাদেশে বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার মাধ্যম ব্যবহার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করলে অপরিচিত বিষয়গুলির সাথে খুব সহজে এবং অল্প সময়ে পরিচিত হওয়া যায়। বাংলা ভাষাকে আশ্রয় করেই মূলত মানুষ তাদের চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও কল্পনা-শক্তিকে বিকশিত করে। এ দেশের মানুষের নিত্যদিনের ভাবের আদান-প্রদান ও আনন্দ-বেদনার প্রকাশ ঘটে বাংলা ভাষায়। তাই বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষাই পারে তাদেরকে সর্বোচ্চ সহায়তা করতে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ফলে এ দেশের শিক্ষার্থীরা সহজাত উপায়ে প্রতিটি বিষয় ভালোভাবে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারে। শিক্ষা যেহেতু মানুষের একটি মৌলিক অধিকার সেহেতু কৃত্রিমতার আশ্রয় না নিয়ে নিজের সহজাত ভাষায় জ্ঞান চর্চা করা অধিক ফলপ্রসু। সর্বোপরি বাঙালির জীবনে বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

## বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অসুবিধা

বিদেশি ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা যেকোনো শিক্ষার্থীর জন্যই অসাধ্য সাধনের একটি ব্যাপার। বিদেশি ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে প্রধানত যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তা নিম্নরূপ :

- বিজ্ঞান চর্চা শুরুর আগে সংশ্লিষ্ট বিদেশি ভাষা শিখে নিতে হয়।
- বিদেশি ভাষায় বিজ্ঞান শিখা ও বুঝা কষ্টসাধ্য।
- বিদেশি ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করলে শিক্ষার্থীদের দৈহিক ও মানসিক শক্তির যথেষ্ট অপচয় হয়।
- অত্যাধিক পরিশ্রম করেও অনেক সময় আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।
- বিদেশি ভাষার যথার্থ ব্যবহার না জানায় অনেকেই জ্ঞানর্জনের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।
- বিদেশি ভাষার আধিপত্য অনেক সময় মনোজগতে বিদেশ মুখিতার জন্ম দেয়।
- বিজ্ঞান চর্চায় বিদেশি ভাষার প্রয়োগ শিক্ষার্থীদেরকে নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।
- মাতৃভাষা ব্যতিত আর কোনো ভাষায় জ্ঞান চর্চা করলে বিজ্ঞানের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষার্থীদের কাছে দুর্বোধ্য রয়ে যায়। ফলে দেশের জাতীয় অগ্রগতি বাঁধাগ্রস্ত হয়।
- বিদেশি ভাষা পুরোপুরি নিজের আয়ত্বে না আনতে পারলে বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ই অজানা থেকে যায়।

## মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার সুবিধা

বাংলাদেশের বিজ্ঞানপ্রেমী শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা বাংলা। কাজেই তাদেরকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ করে দিলে তারা দেশের প্রযুক্তিগত অগ্রযাত্রায় শামিল হতে পারে। নিম্নে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার নানাবিধ সুবিধা বর্ণিত হলো-

- বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দেশ ও জাতিকে বিজ্ঞানে সমৃদ্ধশালী করার ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠতে পারে।
- স্বদেশের মাটি ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা বজায় থাকে।
- বাংলা এ দেশের শিক্ষার্থীদের সহজাত ভাষা হওয়ায় বিজ্ঞানের প্রতিটি জটিল বিষয়কে তারা সহজভাবে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারে।
- ভাষা শিক্ষার জন্য আলাদা সময় ব্যয় করতে হয় না।
- বাংলা ভাষার সাথে আন্তরিক সম্পর্কের কারনে তুলনামূলক কম পরিশ্রমে অধিক জ্ঞানার্জন সম্ভব।
- নিজস্ব ভাষা সহজবোধ্য হওয়ায় শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান চর্চায় অনেক বেশি উৎসাহী হয়ে উঠে।
- বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে এ দেশের সাধারণ ও অল্পশিক্ষিত লোকদেরকেও আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব।

## মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার সীমাবদ্ধতা

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে উন্নতির একটি কার্যকর উপায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা রয়েছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে যথেষ্ট পরিমান পরিভাষার অভাব। বিজ্ঞান শিক্ষার এমন অনেক শব্দ ও প্রত্যয় রয়েছে যার যথাযথ বাংলা করা খুবই কঠিন। সারাবিশ্বে সাধারণত ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচলিত থাকায় সব বিষয়ের বাংলা রূপ হঠাৎ করে শিক্ষার্থীরা বুঝে উঠতে পারে না। তবে যথাযথ পরিভাষা তৈরি করার মাধ্যমে এই সমস্যা দূর করা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করতে গেলে উপযুক্ত বইয়ের প্রয়োজন আছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চতর বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক উল্লেখযোগ্য বই তেমন রচিত হয়নি বললেই চলে। বিদেশি ভাষা জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বাংলা ভাষায় বেশি করে বিজ্ঞান বিষয়ক বই লিখে এ সমস্যা দূর করা সম্ভব।

## মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় করণীয়

নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটির কারণে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা। এতে পিছিয়ে পড়ছে শিক্ষার্থী তথা গোটা জাতি। সুতরাং এই সীমাবদ্ধতা দূর করা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে প্রথম এবং প্রধান করণীয় হচ্ছে নীতি নির্ধারকদের উদ্যোগে বিপুল পরিমান বিজ্ঞান বিষয়ক বই বাংলায় অনুবাদ করা। অনেক বিদেশি শব্দের যথাযথ পরিভাষা পাওয়া যায় না। তাই যথেষ্ট পরিমান পরিভাষা তৈরি করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মাঝে মানসম্মত অনুবাদগ্রন্থ তুলে দেওয়ার মাধ্যমে নিজের ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। সর্বোপরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।

## উপসংহার

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের মানুষের জীবনে সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষা বাংলা ব্যবহারের প্রচেষ্টা চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার বিষয়টি অগ্রাধিকার পায়। কারণ বর্তমান আধুনিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় পিছিয়ে থাকা কোনো জাতির পক্ষে উন্নতির ধারায় টিকে থাকা সম্ভব না। তাছাড়া, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও অর্জনই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ ও ফলদায়ক পদ্ধতি। কেননা জীবন ও শিক্ষার সমন্বয় সাধন করতে পারে একমাত্র মাতৃভাষা। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা তাই অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে।

**দ্রষ্টব্য:** রচনাটি ঢাকা কমার্স কলেজ আয়োজিত ভাষা দিবস রচনা প্রতিযোগিতা ২০১৯ এ উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণি শাখায় প্রথম হয়েছে।

# একুশের কবিতা

## ৮ই ফাল্গুন

**মো. আনোয়ার হোসেন**
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ

সেদিন ৮ই ফাল্গুন,
মাতৃভাষার দাবি নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ে মিছিলে।
'বাংলা আমার মায়ের ভাষা,
রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই।'
ছাত্র, কর্মী, পেশাদার, বাংলা মায়ের সকল
দামাল ছেলে রাজপথে নেমে পড়ে।
নাতিশীতোষ্ণ ভোরের রাজপথ।
ওরা কারা? ফাগুনের প্রথম প্রহরে
রক্ত লাল গোলাপের মালা গাঁথে?
রাজপথে লাল জলের বন্যা হয়,
ধূলায় লুটায় বাংলার সাহসী দামাল ছেলে!
পূর্ব দিগন্তে নব সূর্য ওঠে; রক্ত লালা!
বাংলার এ সবুজ সমারোহের মাঝে
ফুটে ওঠে রঙিন আভা।

## আপন বুলি

**আল শাহারিয়া তালুকদার**
রোল: ই ৫৪৫
স্নাতক (সম্মান) ইংরেজি
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-১৬

ভাষা যেদিন বাংলা হল সেদিন রাঙ্গা ফাল্গুন,
বুকের পলাশ মুঠোয় নিয়ে কতক পাখির গুণগুণ।
কৃষ্ণচূড়ার চাদর মেলে আকাশ দেখি রক্তিম,
রাজপথে কী, রক্ত নাকি? 'ও কিছু নয়, কৃত্রিম।'

বললো শকুন স্পর্ধা নিয়ে 'বন্ধ কর আওয়াজ,'
পশ্চিমা সব উর্দু জানে, উর্দুই হবে রেওয়াজ।'
'রক্ত আমার এতই কি নীল, এতই কি তা মূল্যহীন?
বেশির ভাগই বাংলা বলি, বাংলা আমার হৃদয়-বীণ।'

বললো দামাল মুষ্টি হাতে, 'এতো আমার অধিকার
কে নিবি আয় কণ্ঠ হতে আমার মায়ের অলংকার?
কাঁধে রেখে কাঁধ-কণ্ঠে প্রতিবাদ-ছুটছে মিছিল,
হঠাৎ গুলি-গুলির আওয়াজ-তাজা প্রাণ রক্তে সলিল।

কে দিয়েছে আর, তখত উপহার বলতে আপন বুলি,
তবু কেন তুমি, কেন তবু আমি ভিন-ভাষা যাই বলি?

**দ্রষ্টব্য :** ভাষাদিবস কবিতা রচনা প্রতিযোগিতা ২০১৯ এ প্রথম।

## মহান একুশ

**এহসানুল হক ফাহিম**
রোল : এমকেটি-১৫৪৮
শ্রেণি : স্নাতক (সম্মান) ২য় বর্ষ

এসেছে আবার প্রভাতফেরি
বাংলা ভাষার গান,
সালাম রফিক জব্বার স্মরি
স্মৃতিতে চির অম্লান।

৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে
দিয়েছিলো যারা প্রাণ বলি,
বিরহ স্মৃতি শহীদ বেদিতে
বীর যোদ্ধায় অঞ্জলি।

বাংলা আমাদের জন্মভূমি মা
বাংলা আমাদের ভাষা,
বাংলা গর্বে ফুলে ওঠে বুক
জাগে নব নব আশা।

ভাষার জন্য আর কোথাও
হয়নি আন্দোলন,
তাইতো আমরা বীর বাঙালি
জয়ী সর্বক্ষণ।

আজ শ্রদ্ধায় অবনত সারা বিশ্ব
ভাষা শহীদদের প্রতি,
ধন্য তুমি বাংলা মাগো
তোমার সন্তানদের আত্মদানে।

নতুন প্রজন্মের আমরা যারা
জেনেছি ইতিহাস,
গর্বে আমরা হই আগুয়ান
ছুটে যাই চারিপাশ।

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
শুনি তারই আহ্বান,
মাতৃভাষা দিবসে নিলাম শপথ
রাখব ভাষার মান।

**দ্রষ্টব্য :** ভাষাদিবস কবিতা রচনা প্রতিযোগিতা ২০১৯ এ ২য়।

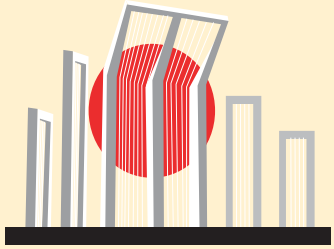

## ভাষা

**নিশাত সালসাবিল নীলিমা**
রোল : ৪০৪৯২, সেকশন : ই-১
একাদশ শ্রেণি

মাতৃভাষা বাংলা আমার
মধুর ভাষা ভাই রে,
এমন ভাষা জগৎ জুড়ে
আর তো কোথাও নাই রে।
এই ভাষাতে ডাকি আমরা
করি কত গান,
শুনলে আহা এক নিমেষে
ভরে যায় প্রাণ।
খোকা ডাকে হাত তুলে
আয় চাঁদ আয়,
খেতে বলে দুধ ও কলা
আমাদের মায়।
কৃষাণী ডাকে কৃষককে
ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না
মাঠ পানে ছুট।
এই ভাষা তো বাংলা ভাষা
কত মধুর তাই না!
বাংলা আমার জীবন মরণ
অন্য ভাষা চাই না।

**দ্রষ্টব্য :** ভাষাদিবস কবিতা রচনা প্রতিযোগিতা ২০১৯ এ ৩য়।

## একুশ আমায় বলে

**সৈয়দ শরিফুল হক**
রোল : ই-৬৬৮
ইংরেজি বিভাগ

আগুন বলে তাজা প্রাণে
রক্তমাটি হওয়া দিন।
ফাগুন বলে রাজপথ পানে
রক্ত দেয়া ভাইয়ের ঋণ।

বায়ান্ন বলে রক্তে অর্জন
মায়ের মুখের বুলি।
বায়ান্ন বলে অস্ত্রে গর্জন
ভাইয়ের বুকে গুলি।

একুশ বলে নতুন প্রভাত
দিক জুড়ে আলো।
একুশ বলে খুশির প্রপাত
বেসে বাংলাকে ভালো।

## একুশে ফেব্রুয়ারি

**ফাতেমা-তুজ-জোহরা**
রোল : ই ৭৩১
স্নাতক (সম্মান) ইংরেজি
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-১৯

২১ মানে প্রভাতফেরি
আমার ভাইয়ের গান,
২১ মানে বিশ্বজুড়ে
বাংলার জয়গান।
২১ ছিল সাহস বুকে
মাতৃভাষার দাবি,
২১ ছিল বন্দি কণ্ঠের
মুক্ত হওয়ার চাবি।
২১ হলো নগ্ন পায়ে
রাজপথে চলা,
৫২ তে যে পথে ছিল
রক্তে বর্ণমালা।
২১ মোদের এনে দিল
মাতৃভাষার অধিকার,
যে ভাষাতে কথা বলি
করি চিৎকার।
২১ মোদের সবার কাছে
অনেক বেশি দামি,
২১ মানে নতুন সূর্য
আগামীর হাতছানি।

## রক্তে রাঙানো একুশ

**সাবরিনা আক্তার**
রোল : ই ৭০৭
স্নাতক (সম্মান) ইংরেজি
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-১৯

একুশ তুমি আবার এসেছো নিয়ে ভাষা শহিদের স্মৃতি,
রক্তাক্ত করেছিলো রাজপথ যারা নিভিয়ে দিয়ে ভীতি,
ভুলে গেছো কী তুমি বীরসন্তান সালামের কথা?
নিঃশেষ করেছিলো যে বাঙালির দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা।
বরকত, শফিক আর দুঃখিনী মায়ের আশা,
সবকিছুর বিনিময়ে পেয়েছ তুমি প্রিয় বাংলা ভাষা,
তাকিয়ে দেখোনি তুমি রাজপথে তাজা রক্তের বাহার?
হাজার হাজার শত শত মৃত্যুর সমাহার।
ক্ষমা কী করবে তুমি তাদের যারা ভেঙেছিলে বাংলার ঘর?
করেছিলো যারা মায়ের সন্তানকে মায়ের আঁচল থেকে পর,
চালিয়েছিলো বাঙালির বুকে যারা হত্যাযজ্ঞ,
বুলেট আর কামানের গুলি,
কেঁড়ে নিতে চেয়েছিলো তোমার আমার সোনার মুখের বুলি।
প্রশ্ন যদি কর তুমি কৃষ্ণচূড়া ফুলকে,
বলবে তোমার কৃষ্ণচূড়া,
মনে রেখ তুমি ভাষা শহিদকে তাকিয়ে আমার দিকে,
ভুলে যদি যাও তুমি সেই বীরদের অবদান,
জেনে রেখ, থাকবে না তোমার আর নরপশুদের মাঝে ব্যবধান।
ভাইয়ের বুকের রক্ত আর মায়ের চোখের পানি,
এতকিছুর পরে পেয়েছ তুমি মাতৃভাষার বাণী।
জানো তুমি, চেনো তুমি সেটি কোন দেশ,
সেটি তোমারই আমারই চিরচেনা, গর্বের বাংলাদেশ।

## বাংলা তুমি

**মেহেদী হাসান**
রোল : ই ৭৫৭
স্নাতক (সম্মান) ইংরেজি
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-১৯

বাংলা তুমি রক্তে কেনা
বীর জাতির একাত্মতা,
বাংলা তুমি চোখের বুলি
নাম দিলে স্বাধীনতা।
বাংলা তুমি শহীদের আনা
উদিত লাল সূর্য,
বাংলা তুমি পৃথিবীর বুকে
লাল সবুজের গর্ব।
বাংলা তুমি রক্তে ভেজা
ইতিহাস তার স্বাক্ষী,
বাংলা তুমি মায়ের বুকে
ব্যঞ্জন তার প্রাপ্তি।
বাংলা তুমি মায়ের মুখে
ঘুম পাড়ানির গান,
বাংলা তোমার বিশালত্ব
আকাশ সমান।

## ৫২'র সেই মাসে

**জেরিন আফিয়া জিদনী**
রোল : ৪০৩৫৩
একাদশ শ্রেণি

ফেব্রুয়ারি মাস ভীষণ দুঃখ ভারাক্রান্ত,
সালাম, বরকত, জব্বারকে হতে হয়েছিল রক্তাক্ত।
বাঙালির মুখে ফোটাতে বাংলা বুলি,
লাখোদের খেতে হলো যে বুক পেতে গুলি।
বাঙালি কখনো শেখেনি মাথা নিঁচু করে হারতে,
শিখিয়েছে জাতিকে শত্রুদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে লড়তে।
পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে করতে ন্যস্ত,
নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী ছিল ভীষণ ব্যস্ত।
সারা দেশে ছিল যখন পাকিস্তানি কর্তৃত্ব।
পথে-ঘাটে ছিল না যখন মটর, রিক্সা, সাইকেল,
বাঙালির হাতে উঠে তখন পিস্তল, বোমা, রাইফেল।
ঘোষিত হলো "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা"।
উদ্দেশ্য পূরণে পাকিস্তানিরা করেছিল বাঙালিদের কোণঠাসা।
নারী, বৃদ্ধ, শিশু হত্যায় বাদ পড়েনি কেউ,
সারা দেশ ভেসে ছিল শুধু রক্ত বন্যার ঢেউ।
করে দিয়ে পাকিস্তানি পরাধীনতাকে বর্জন,
করেছি আমাদের রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলাকে অর্জন।

## একুশ তুমি

**সামিয়া রহমান (অনন্যা)**
একাদশ শ্রেণি

একুশ তুমি গর্ব আমার
মুক্তি পাগল মন,
একুশ তুমি বাংলা ভাষার
প্রথম উচ্চারণ।
একুশ তুমি গর্ব আমার
জীবনের স্বাদ,
একুশ তুমি রক্ত দিয়ে
করলে বাংলা চাষ।
একুশ তুমি উঁচু রাখা
বর্ণমালার শির,
একুশ তুমি রক্তে গড়া
ভাষার প্রাচীর।
একুশ তুমি জীবনের লাগি
মরণের হাসি,
একুশ তুমি আছো বলেই
দেশকে ভালবাসি।

## স্বাধীনতা চাই

**এস এস ওয়ালিদ বিন তারিক**
রোল : ৩৯১৫২
শেণি : দ্বাদশ

তুমি আমার জননী, জন্মভূমি,
তোমারে রেখেছি হৃদয়ে।
স্বদেশের প্রতি প্রেম যত,
সেই মাত্র অবগত।
বিদেশে অধিবাস যার
ভয় করে দেশকে হারাবার।
ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ এর ঘাতকের থাবা।
মনে পড়ে শহিদের ঋণকৃত রক্তের বুদ্বুদ।
মনে পড়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের?
তাঁদের পিঠে রক্ত জবার মতো ক্ষত?
তাঁদের ওপর অমানবিক নির্যাতন
তাঁদের ছিড়ে খাওয়া লাশ
বাতাসে যখন সেই লাশের গন্ধ ভাসে।
কানে আসে কত যন্ত্রণা।
যন্ত্রণাকে চেতনায় বদলে,
প্রতিশোধের আগুন জ্বলে।
সেই লাশের দুর্গন্ধকে,
ফুলের সৌরভে পরিণত করতে।
যারা স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুকি,
তখন বিরাট আশার আলো দেয় যে উঁকি।
দেশে নেমে আসুক স্বাধীনতা,
যেখানে থাকবে না কোনো সংশয়,
তাই তুমি আমার জননী, তুমিই জন্মভূমি।

# ভাষা দিবস প্রতিযোগিতা ২০১৯

প্রতিযোগিতার তারিখ: ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
উদ্বোধক : রাবেয়া শিরিন
থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), শাহ্ আলী থানা, ঢাকা

## ভাষার গান প্রতিযোগিতা
আয়োজনে: সংগীত ক্লাব

**প্রথম**
ফেরদৌস জাহান আনিকা
দ্বাদশ শ্রেণি
রোল: ৩৭৮২১

**দ্বিতীয়**
আনিকা তাসনিম ফিজা
একাদশ শ্রেণি
রোল: ৪০৪১১

**তৃতীয়**
ইসরাত জাহান মিথী
দ্বাদশ শ্রেণি
রোল: ৩৭৮৩২

## ভাষাজ্ঞান প্রতিযোগিতা
আয়োজনে: রোটার‍্যাক্ট ক্লাব

**প্রথম**
এহসানুল হক ফাহিম
বিবিএ (সম্মান), ২য় বর্ষ
রোল: এমকেটি ১৫৪৮

**দ্বিতীয়**
আফরিনা আক্তার
বিএ (সম্মান), ২য় বর্ষ
রোল: ই ৭০২

**তৃতীয়**
সৈয়দ আশিকুর রহমান
দ্বাদশ শ্রেণি
রোল: ৩৯১৫১

## ভাষা রচনা প্রতিযোগিতা
আয়োজনে: সাধারণজ্ঞান ক্লাব

**প্রথম**
খাদিজা হোসেন অন্তু
বিবিএ (সম্মান) প্রফেসনাল, ৩য় বর্ষ
রোল: বিবিএ ৪৬০

**দ্বিতীয়**
সাবরিনা আক্তার
বিবিএ (সম্মান)
রোল: ই ৭০৭

**তৃতীয়**
প্রসেনজিত বিশ্বাস (প্রত্যয়)
বিবিএ (সম্মান), ৪র্থ বর্ষ
রোল: এমজিটি ১১৫২

## ভাষা বিতর্ক প্রতিযোগিতা
আয়োজনে: বিতর্ক ক্লাব

**প্রথম**
ফেরদৌস নাঈম
দ্বাদশ শ্রেণি
রোল: ৩৮৩৬৭

**দ্বিতীয়**
সুমাইয়া মুমু
দ্বাদশ শ্রেণি
রোল: ৩৭৮২২

**তৃতীয়**
শ্বাশত মজুমদার
একাদশ শ্রেণি
রোল: ৪১৭৪৮

## নান্দনিক হস্তাক্ষর লেখা প্রতিযোগিতা
আয়োজনে: রিডার্স এন্ড রাইটার্স ক্লাব

**প্রথম**
ফেরদৌস নাঈম
দ্বাদশ শ্রেণি
রোল: ৩৮৩৬৭

**দ্বিতীয়**
ইছরাত জাহান
বিবিএ (সম্মান), ১ম বর্ষ
রোল: ৫২৬

**তৃতীয়**
মো. রাকিব হাওলাদার
একাদশ শ্রেণি
রোল: ৪০৮৯৭

## কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা
আয়োজনে: আবৃত্তি ক্লাব

**প্রথম**
জুলফিকার হোসেন
একাদশ শ্রেণি
রোল: ৩৯৪৯২

**দ্বিতীয়**
ফারজানা রহমান প্রভা
বিবিএ (সম্মান)
রোল: এফ ১৩১০

**তৃতীয়**
জেরিন আফিয়া জিদনী
একাদশ শ্রেণি
রোল: ৪০৩৫৩

## কবিতা রচনা প্রতিযোগিতা
আয়োজনে: আবৃত্তি ক্লাব

**প্রথম**
আল শাহরিয়া তালুকদার
বিএ (সম্মান), ১ম বর্ষ
রোল: ই ৫৪৫

**দ্বিতীয়**
এহসানুল হক ফাহিম
বিবিএ (সম্মান), ২য় বর্ষ
রোল: এমকেটি ১৫৪৮

**তৃতীয়**
নিশাত সালসাবিল নীলিমা
একাদশ শ্রেণি
রোল: ৪০৪৯২

## চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা
আয়োজনে: ফিল্ম ক্লাব

**প্রথম**
নুর-এ-আলম
একাদশ শ্রেণি
রোল: ৪১৫৬৫

**দ্বিতীয়**
ফাইয়াজ শরিফ রাফি
একাদশ শ্রেণি
রোল: ৪১২১৯

**তৃতীয়**
শেখ মো. ওমর ফারুক শ্রাবণ
একাদশ শ্রেণি
রোল: ৪০৮৬৭

## ভাষা অভিনয় প্রতিযোগিতা
আয়োজনে: ফিল্ম ক্লাব

**প্রথম**
তাছলিম জান্নাত মুমু
দ্বাদশ শ্রেণি
রোল: ৩৭৮১৯

**দ্বিতীয়**
আসমা আক্তার রিয়া
দ্বাদশ শ্রেণি
রোল: ৩৭৮৮৮

**তৃতীয়**
মো. মাহি
দ্বাদশ শ্রেণি
রোল: ৩৯৪৩৯

## পোস্টার প্রতিযোগিতা
আয়োজনে: ল্যাংগুয়েজ ক্লাব

**প্রথম**
মো. আল মামুন (রাহাত)
দ্বাদশ শ্রেণি
রোল: ৩৯৬৭৯

**দ্বিতীয়**
তাহমিনা নাছরিন মুন্নি
একাদশ শ্রেণি
রোল: ৪০৩০৩

**তৃতীয়**
মনিকা তাসনিম
একাদশ শ্রেণি
রোল: ৪০৫২৬

## বর্ণ তৈরি প্রতিযোগিতা
আয়োজনে: আর্টস এণ্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব

**প্রথম**
ইয়াহিয়া জেসান
দ্বাদশ শ্রেণি
রোল: ৩৮৮৩৮

**দ্বিতীয়**
আজমাঈন হোসেন
একাদশ শ্রেণি
রোল: ৪১৩৬৮

**তৃতীয়**
তাসনোভা রেজা
একাদশ শ্রেণি
রোল: ৪০৪৯৫

## দেয়ালিকা প্রতিযোগিতা
আয়োজনে: রিডার্স এন্ড রাইটার্স ক্লাব

**প্রথম**
মেহেদী হাসান
বিএ (সম্মান), ১ম বর্ষ
রোল: ই ৭৫৭

**দ্বিতীয়**
ইছরাত জাহান
বিএসএস (সম্মান), ১ম বর্ষ
রোল: ইকো ৫২৬

**তৃতীয়**
মো. রাকিব হাওলাদার
একাদশ শ্রেণি
রোল: ৪০৮৯৭

শহীদ মিনার এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন জিবি চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
উপস্থিত জিবি সদস্যবৃন্দ, অধ্যক্ষ ও শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ (১১/১১/২০১৩)

নব নির্মিত শহীদ মিনার (২১/০২/২০১৪)

শহীদ মিনার উদ্বোধন শেষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন ভাষাসংগ্রামী
আহমদ রফিক, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও আহ্বায়ক (২০১৪)

শহীদ মিনার উদ্বোধন ও দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন
প্রধান অতিথি ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক

কলেজ ক্যাম্পাসে শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন
অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজী ফারুকীসহ শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ (২১/২/১৯৯৯)

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন অধ্যাপক মো. শফিকুল ইসলাম ও
অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ (২১/২/২০১২)

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
এবিএম আবুল কাশেম ও অন্যান্য (২১/২/২০১১)

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন উপাধ্যক্ষ
অধ্যাপক মো. মোজাহার জামিল ও অন্যান্য (২১/২/২০১১)

শহীদ দিবসে পতাকা উত্তোলন করছেন
অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আবু সাইদ (২০১৪)

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৪-এ প্রভাতফেরি

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ২০১৪-এ প্রধান অতিথি
ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিককে উত্তরীয় ও উপহার প্রদান করছেন অধ্যক্ষ

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫-এ
প্রভাতফেরিতে শিক্ষার্থীরা

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬-এ
বক্তব্য রাখছেন বিইউবিটি প্রক্টর অধ্যাপক মিঞা লুৎফার রহমান

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি
পরিবেশন করছে আবৃত্তি ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

ভাষা শহীদ স্মরণে নাটিকা পরিবেশন করছে নাট্য পরিষদের  সদস্যবৃন্দ

ঢাকা কমার্স কলেজ শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবকক অর্পণ করছেন
স্থানীয় লিটল স্কলার্স স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন অধ্যক্ষ ও জিবি শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দ

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন
কলেজ প্রশাসন ও শিক্ষক পরিষদ সচিব

সাংস্কৃতিক কমিটির পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আবু সাইদ

একুশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ

শিক্ষক আবাসিক ভবন থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে
শিক্ষক পরিবারের সন্তানেরা

একুশের প্রভাতফেরি ২০১৭

একুশের প্রভাতফেরি ২০১৭

# শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ২০১৮

শহীদ মিনারে অনুষ্ঠান মঞ্চ

একুশে প্রভাতফেরি

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন অতিথিবৃন্দ, কলেজ প্রশাসন ও অনুষ্ঠান আহ্বায়ক

পরিচালনা পরিষদের পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন কলেজ প্রশাসন

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বাংলা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন
ফিন্যান্স এণ্ড ব্যাংকিং বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন সিএসই বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন সমাজবিদ্যা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন
সাংস্কৃতিক কমিটি, ক্লাব মডারেটর ও সদস্যবৃন্দ এবং বিএনসিসি

শাখাসমূহের পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

শিক্ষক আবাসিক ভবন থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে
শিক্ষক পরিবারের সন্তানেরা

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে
ঢাকা মেট্রোপলিটন হাইস্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে
সমতা মডেল হাইস্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে
প্রাইম ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

ভাষা দিবস প্রতিযোগিতা ২০১৮ এ বিজয়ীদের
পুরস্কার প্রদান করছেন প্রধান অতিথি

ভাষাসৈনিক ড. জসীম উদ্দিন আহমেদকে একুশে সম্মাননা ২০১৮ প্রদান করছেন জিবি সদস্য এ এফ এম সরওয়ার কামাল

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ২০১৮ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা 'একুশ' এর মোড়ক উন্মোচন

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি ড. জসীম উদ্দিন আহমেদ

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিশেষ অতিথি জিবি সদস্য এ এফ এম সরওয়ার কামাল

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মূল প্রবন্ধকার এম আর মাহবুব

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মুখ্য আলোচক মো. নাছির উদ্দীন

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক এস এম আলী আজম